বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

উৎসব রায়

পরিবেশ রক্ষার কথা বহু শতাব্দী পূর্বে বেদ এবং বৌদ্ধ দর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুষ্যেতর প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল মানবকেন্দ্রিক।

বাস্তুতন্ত্র হল বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যা জীবিত প্রাণীসমূহ এবং তাদের সঙ্গে পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অগভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই মতের সমর্থকরা মানুষের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই পরিবেশের অবক্ষয় বা ধ্বংস রোধ করতে পারে না। কারণ এখানে প্রকৃতি স্বতঃমূল্যবান নয়। পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার না করে প্রকৃতির সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রধান্য দেওয়ার ফলে অগভীর বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

অন্যদিকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণাটিও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী সেই প্রশ্ন যেমন আছে; তেমনই গভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থপূরণের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু এমনভাবে চলতে থাকলে মানবসভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট যেকোন পরিবর্তনেই প্রকৃতির ক্ষতিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষ যদি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতির জন্য এসব কাজ করা থেকে বিরত হয়; তবে মানুষ পুনরায় আদিম জীবনে পৌঁছে যাবে, যা কখনো কাম্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে 'উন্নয়ন' বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা 'প্রকৃত উন্নয়ন' কিনা। এই অভিসন্দর্ভে এমন একটি বিকল্প পথ বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে যা একদিকে প্রকৃতি ও প্রাণীর ধ্বংসকে রোধ করবে; আবার অন্যদিকে মানুষের উন্নয়নের যাত্রাও অব্যাহত থাকবে। বেদ, বৌদ্ধ দর্শন ও স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার প্রেক্ষিত থেকে উপরোক্ত বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।